BRAC INSTITUTE OF GOVERNANCE & DEVELOPMENT

অক্টোবর - ডিসেম্বর ২০১৯ ■ সংখ্যা ০৫ ■ ত্রৈমাসিক সংবাদ সংকলন

পাবলিক প্রকিউরমেন্ট ওয়াচ

এক নজরে

০২ পঞ্চম বিশ্ব ব্যাংক মিশন

০৩ নাগরিক সম্পৃক্ততাকে রাখতে হবে প্রভাবমুক্ত: চট্টগ্রামে বিভাগীয় কর্মশালায় বক্তারা

০৪ নাগরিক সম্পৃক্ততায় নিশ্চিত হবে সরকারি কাজের স্বচ্ছতা

০৪ সরকারি কাজের মান নিশ্চিতের গল্প

BIGD, Brac University
SK Centre, GP, JA/4, Mohakhali
Dhaka 1212

+88 02 5881 0306, 5881 0326

info@bigd.bracu.ac.bd

http://bigd.bracu.ac.bd

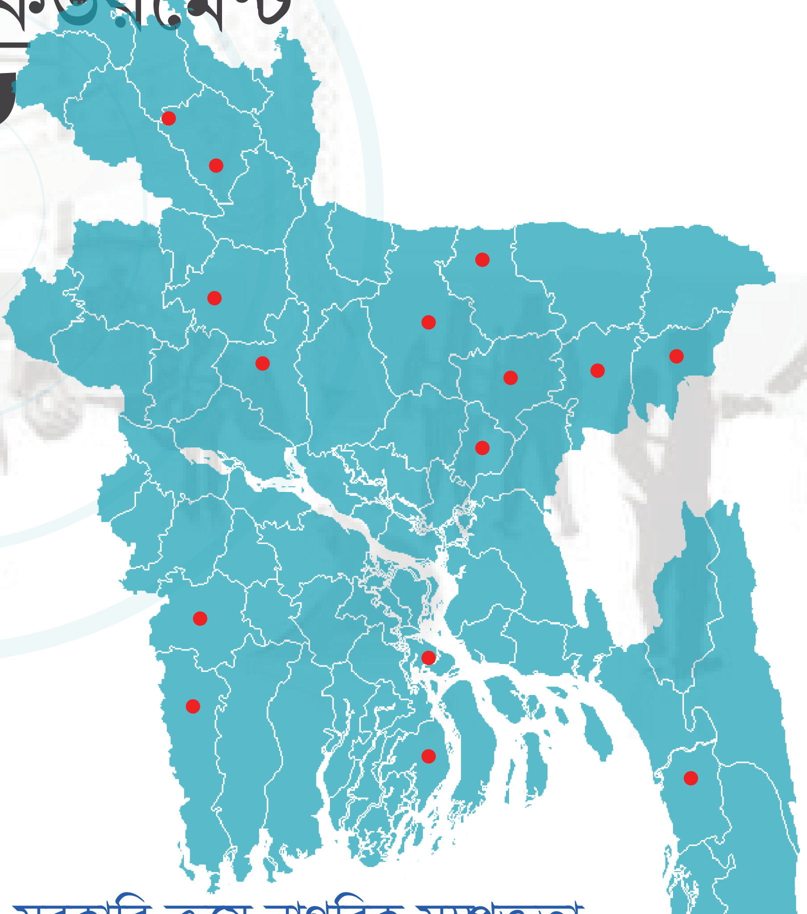

সরকারি ক্রয়ে নাগরিক সম্পৃক্ততা
দেশের মানুষের গণচাওয়া

— মাহানুল হক

সরকারি ক্রয় কাজে 'নাগরিক সম্পৃক্ততা'র বিষয়ে ২০১৯ এর মার্চে যখন ৮টি বিভাগের ১৬টি উপজেলায় মাঠে প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু হয় তখন সেখানে একটা বড় চ্যালেঞ্জ তো ছিলই!

কেননা এর আগে বিআইজিডি-এর নাগরিক সম্পৃক্তকরণে বিষয়ে মাত্র ৪টি উপজেলায় পরীক্ষামূলক কাজের অভিজ্ঞতা ছিল। অনেক চড়াই উৎরাই পেরিয়ে বছর শেষে নাগরিকদের সক্রিয় অংশগ্রহণে সকলে মিলে এই চ্যালেঞ্জ অতিক্রম করা সম্ভব হয়েছে। বছরের শুরুতে লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৮০টি সাইটে কাজ শুরু করা। বছর শেষে সেই লক্ষ্যের শতভাগ পূরণ করা গেছে।

বিআইজিডি-এর নাগরিক সম্পৃক্তকরণ মডেল বাস্তবায়নের শুরুতে বিআইজিডি ও ব্র্যাক-এর ১৬ জন মাঠকর্মী পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্ট টেকনিক্যাল

ইউনিট (সিপিটিইউ)-এর মহাপরিচালকের চিঠি নিয়ে ৮ টি জেলার জেলা প্রশাসক, ক্রয়কারী সংস্থা হিসেবে এলজিইডি এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার ও ১৬টি উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং ও উপজেলা এলজিইডি ইঞ্জিনিয়ারের কাছে যোগাযোগ করে প্রকল্পের বিস্তারিত জানায় ও অনুমতি নিয়ে নেয়। প্রথম চ্যালেঞ্জ আসে এলজিইডি-এর কিছু প্রকৌশলীর কাছ থেকে। তাঁরা সরাসরি এলজিইডি-এর প্রধান প্রকৌশলীর নির্দেশনাযুক্ত চিঠি পাওয়ার পর এই প্রকল্পে সহযোগিতা করতে চান। সিপিটিইউ থেকে তাৎক্ষনিকভাবে এলজিইডিকে জানানো হলে এলজিইডি-এর প্রধান প্রকৌশলীর পক্ষ থেকে নির্দেশনাযুক্ত চিঠি পাঠানো হয় সংশ্লিষ্ট জেলা, উপজেলা ইঞ্জিনিয়ারদেরকে। মাঠকর্মীরা এরপর উপজেলা ইঞ্জিনিয়ারদেরকে কাছ থেকে ৫টি করে নতুন কন্ট্রাক্ট লিস্ট সংগ্রহ করেন।

এরপরও চ্যালেঞ্জ ছিল। বিআইজিডির প্রত্যাশিত বিভিন্ন ধরনের কন্ট্রাক্ট একই সাথে পাওয়া যাচ্ছিল না। অর্থাৎ একই সাথে রাস্তা, প্রাথমিক স্কুল কিংবা ব্রিজের কাজ পাওয়া যাচ্ছিল না। বিআইজিডি কিন্তু অপেক্ষা করে গেছে।

ফিল্ড অফিসারদের একটা বড় চ্যালেঞ্জ ছিল 'আগ্রহী, ভালো ও সৎ' নাগরিকদের বাছাই এবং নাগরিক পর্যবেক্ষক দল তৈরি করা। এখানে দেশের বিভিন্ন বিভাগের সামাজিক রীতিনীতি ও বাস্তবতার নিরিখে চ্যালেঞ্জ ছিল ভিন্ন ভিন্ন। সিলেটে নারীদের নিয়ে দল গঠন করা বা সাইট মিটিং এ আনা ছিল বড় চ্যালেঞ্জ। আবার বরিশালের বিভিন্ন সাইট মিটিং-এ নারীদের উপস্থিতি অনেক ক্ষেত্রে পুরুষদের থেকেও বেশি দেখা গেছে।

এর পাশাপাশি আরেকটি বড় চ্যালেঞ্জ ছিল এলজিইডি ইঞ্জিনিয়ারদের সারাদেশব্যাপী সাইট মিটিংগুলোতে সময়মতো হাজির হওয়া নিয়ে। কিছু সাইট মিটিং-এ নাগরিকদের দীর্ঘক্ষণ ইঞ্জিনিয়ারদের অপেক্ষায় থাকতে হয়েছে।

সামগ্রিক বাস্তবায়ন কাজের মান পর্যালোচনায় গত সেপ্টেবর ও অক্টোবর মাসে বিআইজিডির পক্ষ হতে 'ন্যাশনাল ফিল্ড কো-অর্ডিনেটর' হিসেবে দেশের ৮ বিভাগের ১৬টি উপজেলায় যাই আমি। সেখানে সকল জেলা ও উপজেলা ইঞ্জিনিয়ারদের সঙ্গে সভা করে আন্তরিক সহযোগিতার আশ্বাস পাওয়া গেছে।

এতসব চ্যালেঞ্জ পেরিয়ে এখন পর্যন্ত এই প্রকল্পের সবচেয়ে উৎসাহব্যঞ্জক দিক হলো-নাগরিকদের বিপুল উৎসাহ। বগুড়ার ধুনটে ৫ ট্রাক খারাপ ইট ফিরিয়ে দেওয়া নারী পুরুষের দল কিংবা সাতক্ষীরার শ্যাম নগরের সাইটের সাইনবোর্ড-এর শেষে দেয়া উপজেলা ইঞ্জিনিয়ারের নম্বর অভিযোগ দেয়ার জন্য মুখস্থ করে ফেলা কৃষকরা আমাদের আশার আলো দেখিয়ে চলেছেন। তাঁদের চোখে তাকিয়ে মনে হচ্ছে 'সরকারি ক্রয় কাজের বাস্তবায়ন' প্রক্রিয়ায় নাগরিক সম্পৃক্তকরণ আজ কেবল ৪৮ উপজেলায় নয় বরং সারা দেশের গণচাওয়া।

পঞ্চম বিশ্ব ব্যাংক মিশন

বিশ্ব ব্যাংকের ৫ম কিক অফ মিটিংয়ে প্রশংসিত হয়েছে বিআইজিডি। গত ১৮ নভেম্বর ২০১৯ সোমবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের সিপিটিইউ সম্মেলন কক্ষে ডিম্যাপ প্রকল্পের বাস্তবায়নকারী সকল অংশীদারি প্রতিষ্ঠান সভায় অংশগ্রহণ করে। ডিম্যাপ প্রকল্পের বিভিন্ন সাব কম্পোনেন্টের অগ্রগতি সম্পর্কে বিশ্ব ব্যাংককে অবহিত করার জন্য এই সভার আয়োজন করা হয়। সরকারি ক্রয়ে নাগরিক সম্পৃক্ততা - বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান বিআইজিডি নিজেদের কাজের অগ্রগতি ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সভায় তুলে ধরে। প্রতিশ্রুতি সকল লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করায় বিআইজিডিকে প্রশংসা করে বিশ্ব ব্যাংক প্রতিনিধি দল। সভায় বিশ্ব ব্যাংক প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন লিড প্রকিউরমেন্ট স্পেশালিস্ট ইশতিয়াক সিদ্দিক। সভায় সভাপতিত্ব করেন সিপিটিইউ-এর মহাপরিচালক আলী নূর।

নাগরিক সম্পৃক্ততাকে রাখতে হবে প্রভাবমুক্ত

চট্টগ্রামে বিভাগীয় কর্মশালায় বক্তারা

সরকারি ক্রয়ে নাগরিক সম্পৃক্ততা বিষয়ে চট্টগ্রামে গত ৩১ অক্টোবর ২০১৯, বৃহস্পতিবার বিভাগীয় কর্মশালা আয়োজিত হয়। চট্টগ্রাম সার্কিট হাউজের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত এই কর্মশালাটি ছিল ডিম্যাপ প্রকল্পের তৃতীয় বিভাগীয় কর্মশালা।

কর্মশালায় সিপিটিইউ, বিআইজিডি-র কর্মকর্তাদের সঙ্গে জনপ্রতিনিধি, গণমাধ্যমকর্মী ও সাধারণ নাগরিকরা অংশগ্রহণ করেন। আনুষ্ঠানিক উপস্থাপনা ও বক্তব্যের পর উন্মুক্ত প্রশ্নোত্তর পর্ব ও দলীয় কাজে অংশ নেন অংশগ্রহণকারীরা। সরকারি কর্মকর্তা, টেন্ডারার, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, নাগরিক পর্যবেক্ষক দল ও সাধারণ নাগরিক–এই পাঁচটি গ্রুপে ভাগ করা হয় অংশগ্রহণকারীদের। গ্রুপের সদস্যরা নিজেদের মধ্যে সরকারি ক্রয়ে নাগরিক সম্পৃক্ততার সুবিধা-অসুবিধা নিয়ে আলোচনা করেন এবং নিজেদের মতামত প্রকাশ করেন।

দলীয় কাজের পর উপস্থাপনায় অংশগ্রহণকারীরা জানান, সরকারি ক্রয়ে নাগরিক সম্পৃক্ততার বিষয়টি খুবই গুরুতপূর্ণ মনে করেন তাঁরা। তাঁদের বক্তব্য, এতে করে সরকারি কাজের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয়। এই প্রক্রিয়ায় কর্মকান্ডের সর্বোচ্চ ফল পাওয়ার বিষয়টিও নিশ্চিত হয় বলে মনে করেন তাঁরা। কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীরা সর্বসম্মতভাবে একটি দাবি তুলে ধরেন। সেটি হলো – সরকারি কার্যক্রমকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত রাখা।

কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের সচিব আবুল মনসুর মো: ফয়জুল্লাহ। সিপিটিইউ-এর মহাপরিচালক মো: আলী নূর এবং চট্টগ্রামের অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার মো: ইলিয়াস হোসেন বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসক মো: ইলিয়াস হোসেন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন।

নাগরিক সম্পৃক্ততায় নিশ্চিত হবে সরকারি কাজের স্বচ্ছতা

গত ২৬ ডিসেম্বর ২০১৯, বৃহস্পতিবার সরকারি ক্রয়ে নাগরিক সম্পৃক্ততা বিষয়ে দেশব্যাপী বিভাগীয় সম্মেলনের চতুর্থ সম্মেলন আয়োজিত হয়েছে সিলেটে। সিলেট সার্কিট হাউজের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত এই প্রশ্নোত্তর পর্ব, দলীয় কাজ ও আলোচনার মাধ্যমে প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে কর্মশালা। দলীয় কাজ সেশনে সরকারি কর্মকর্তা, টেন্ডারার, সুশীল সমাজ ও সাধারণ নাগরিক গ্রুপে বিভক্ত হয়ে নাগরিক সম্পৃক্ততা বিষয়ে আলোচনা করেন অংশগ্রহণকারীরা।

যে কোনো সরকারি কাজে নাগরিক সম্পৃক্ত হলে সেটির ইতিবাচক দিকের সঙ্গে সঙ্গে নেতিবাচক দিকগুলো নিয়ে প্রশ্ন করেন তাঁরা। যদিও সর্বোপরি নাগরিক সম্পৃক্ততাকে সরকারি কাজের স্বচ্ছতা, গতিশীলতা নিশ্চিতে গুরুত্বপূর্ণ বলে মতামত দেন অংশগ্রহণকারীরা। সিলেটের একজন স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি বলেন, 'সঠিক দিক নির্দেশনা থাকলে, নাগরিক সম্পৃক্ততার মাধ্যমে সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়াকে আরও বেশি স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতামূলক করে তোলা সম্ভব। তাতে করে সম্পদের সঠিক ও সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা যাবে।'

কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের সচিব আবুল মনসুর মো: ফয়জুল্লাহ। সিপিটিইউ-এর মহাপরিচালক মো: আলী নূর এবং সিলেটের বিভাগীয় কমিশনার মো: মুস্তাফিজুর রহমান বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সিলেটের জেলা প্রশাসক এম. কাজী এমদাদুল ইসলাম অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন।

সরকারি কাজের মান নিশ্চিতের গল্প

সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর উপজেলার মুন্সিগঞ্জ ইউনিয়নের কালিনগর গ্রামের ঘটনা এটি। গ্রামের ধানখালি মাদ্রাসা রোড থেকে কালি নগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তার কাজ শুরু হয়েছিল এ বছরের প্রথম ভাগে। বছরের মাঝামাঝি সময়ে দেখা যায় রাস্তা তৈরির জন্য যে মাটির প্রয়োজন, সেটি তোলা হচ্ছে ওই একই রাস্তার গোড়া থেকে। পরবর্তীতে সামান্য বৃষ্টিতে বা নদীর ঢেউয়ে যে রাস্তা ভেঙ্গে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল।

একজন সাধারণ নাগরিক বিআইজিডি মাঠ কর্মকর্তার কথা মুঠোফোনে বিষয়টি নিয়ে অভিযোগ জানান। ২৪ জুন তিনি সরেজমিনে স্থানটি পরিদর্শন করে অভিযোগের সত্যতা খুঁজে পান। তিনি ছবি ও ভিডিওসহ অভিযোগটি শ্যামনগর উপজেলা প্রকৌশলীকে জানান।

কিন্তু উপজেলা প্রকৌশলী উক্ত সাইটে পরিদর্শনে যাননি। পরদিন একই জায়গা থেকে মাটি তুলে রাস্তা ভরাটের কাজ করতে থাকেন ঠিকাদারের শ্রমিকেরা। স্থানীয় সাধারণ জনগণ বাধা দেন। এরপর ঠিকাদারের নির্দেশে ২/৩ জন রাজনৈতিক ক্যাডার স্থানীয়দের বিভিন্ন হুমকি-ধামকি দিয়ে যান। বিষয়টি শ্যামনগর উপজেলা প্রকৌশলীকে আবার সাইট পরিদর্শনের জন্য অনুরোধ করা হয়। তবুও উপজেলা প্রকৌশলী উক্ত সাইট পরিদর্শনে যাননি। এলাকার জনগণ বাধ্য হয়ে স্থানীয় সংসদ সদস্যকে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে উক্ত অভিযোগটি জানান। সংসদ সদস্যদের হস্তক্ষেপে সমস্যাটির মীমাংসা হয়।

মাঠ পর্যায়ে নাগরিক সম্পৃক্ততা কার্যক্রম: ত্রৈমাসিক অগ্রগতি

কর্মকান্ড	১২ ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত
এলজিইডি থেকে যোগাযোগ তালিকা সংগ্রহ	৮০
গ্রুপ তৈরি	৬৮
গ্রুপ প্রশিক্ষণ	৬৮
সাইট মিটিং	৮০
নাগরিকের অভিযোগ	৭৪

সম্পাদক: সেলিনা আজিজ | নির্বাহী সম্পাদক: ইভান ইকরাম
বিষয়বস্তু সম্পাদক: ইনসিয়া খান | পরিকল্পক: মুহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক